দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 OCT 1996
পৃষ্ঠা কলাম

৪

# ভুয়া কাগজপত্র দেখাইয়া সরকারী অনুদানের অর্থ গ্রহণ

**রেজানুর রহমান ॥** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রেও চলিতেছে ভুয়া ও ভাওতাবাজি। অনুদান গ্রহণের যোগ্যতা নাই ; কিন্তু ভুয়া কাগজপত্র দেখাইয়া অনুদান পাস করাইয়া নেওয়া হইতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এই ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্র হইতে অভিযোগ পাওয়ার পর দেশের সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লোকবলসহ যাবতীয় কাগজপত্র যাচাই করার উদ্যোগ

(১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

## ভুয়া কাগজপত্র

(১ম পৃঃ পর)

নিয়াছে। এই ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে গত সোমবার দেশের সকল জেলা প্রশাসকের নিকট চিঠি পাঠানো হইয়াছে। পত্রে নিজ নিজ জেলার বেসরকারী স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতনের সরকারী অংশ শতকরা ৮০ ভাগ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা, সরকারী অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসার কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা, তাহা যাচাই করিয়া ৩রা নভেম্বরের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে জানাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সারাদেশে বেসরকারী স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা পর্যায়ের সাড়ে ১৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অফিসার-কর্মচারীবৃন্দ মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ অর্থ সরকারী কোষাগার হইতে পাইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি অভিযোগ উঠিয়াছে যে, দেশের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভুয়া কাগজপত্র দেখাইয়া অনুদান গ্রহণ করিতেছে। সরকারী অনুদানের অর্থ পাইতে হইলে স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসার নিজস্ব জমি, নিজস্ব ভবন থাকিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি স্কুলের নামে ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকিতে হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে একই ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে কিনা, তাহাও নিশ্চিত করিতে হয়। জানা যায়, সরকারী অনুদান পাওয়ার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান কারচুপির আশ্রয় নিয়াছে। নিজস্ব জমি নাই, ভবন নাই, কিন্তু ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে। নিয়মিত গ্রহণ করা হইতেছে বেতনের সরকারী অংশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, অল্পসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাওতাবাজির জন্য বদনাম হইতেছে সকলের। তাই বিষয়টি তদন্তাইয়া দেখার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। দায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।